তারিখ ... 25 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

সংবাদ

একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনে ভর্তি পদ্ধতি

এসএম খায়রুল বাসার

আগামীকাল থেকে চলতি ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইন ও এসএমএস আবেদন গ্রহণ করা হবে। মাধ্যমিকের ফলের ভিত্তিতেই একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি আগের মতো অনলাইনে হবে। তবে এবার একজন ভর্তিইচ্ছুক শিক্ষার্থী ১০টি কলেজে একসঙ্গে পছন্দক্রম দিয়ে আবেদন করতে পারবেন। গতবার পাঁচটি কলেজে পছন্দক্রম দেয়ার সুযোগ ছিল।

গত শিক্ষাবর্ষে ১১ লাখ শিক্ষার্থীর ৩৩ লাখ আবেদন সমন্বয়ের মাধ্যমে ভর্তির জন্য ১ম মেধা তালিকা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার পর থেকে এই পদ্ধতি নিয়ে অনেকে বেশ সমালোচনা করেন। সমালোচনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল– যথেষ্ট প্রস্তুতি এবং লোকবলের অভাব, লাখ লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে না, শিক্ষা সচিবের চাপিয়ে দেয়া ডিজিটাল নীতিমালার কারণে বোর্ড কর্মকর্তাদের গলদঘর্ম হওয়া, ভুলে ভরা মেধা তালিকা প্রকাশ যেমন- ছাত্রী কলেজের মেধা তালিকায় ছাত্রদের নাম প্রকাশ হওয়া, বিজ্ঞান- কলেজে বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ হওয়া তথা ভুল বিভাগ মনোনয়ন, শিক্ষার্থীদের অনেকেই পছন্দের কলেজ না পাওয়া ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ভর্তি কার্যক্রম শেষ হবার পর এসব সমালোচনা অবশ্য ধোপে টেকেনি। ১মবারের মতো এই পদ্ধতিতে কিছু জটিলতা দেখা গেলেও এর ইতিবাচক দিকই অনেক বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

প্রথমত : গত বছর ৫৯টি কলেজ, ৭২টি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আটটি মাদ্রাসা মিলে ১৩৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষার্থী আবেদনই করেনি। খুবই কম শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেছে, এ রকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৩০০। এর মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ধারণাটি হলো, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যথেষ্টসংখ্যক মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান দেশে নেই। মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অভিজ্ঞতা নিয়ে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে কীভাবে মানসম্মত করা যায় সে বিষয়ে শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করতে পারে না সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ, সেসব প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিলের পাশাপাশি অনুমোদনকারীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়ার পথ প্রশস্ত হলো অনলাইন ভর্তি পদ্ধতি প্রয়েগের মাধ্যমে।

তাছাড়া এই পদ্ধতির মাধ্যমে জানা যায় দেশের ১৩৯টি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেনি। দুর্নীতির মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেয়া হয়েছে পত্রপত্রিকায় এমন খবরও প্রকাশিত হয়েছে। ফলে দায়ী সবাইকে শাস্তি ও জবাবদিহির আওতায় আনা সহজ হবে। শিক্ষা খাতের এই ধরনের দুর্নীতি নির্মূলে নীতিমালা প্রণয়ণে তথ্যটি নিঃসন্দেহে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয়ত : মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিলিয়ে ৮ হাজার ৯৩৩টি প্রতিষ্ঠানে গতবার অনলাইনে ভর্তির সুযোগ ছিল। গত বার এসএসসি পরীক্ষায় ১২ লাখ ৮৪ হাজার ৬১৮ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ১১ লাখ ৭৬ হাজার ১০৭ জন (চতুর্থ তালিকাসহ) ভর্তি হয়। এছাড়া কারিগরিতে ৩০ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। তবে গত বছর এসএসসিতে পাস করা ১ লাখ ৬ হাজার ৫১১ জন্য ভর্তির জন্য আবেদন করেনি। ফলে মাধ্যমিক পাস করা কতজন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হলো আর কতজন ভর্তি হলো না তাও জানা যায় এই পদ্ধতির মাধ্যমে। ইতিপূর্বে প্রতিবছর এসএসসি পাস করা কতজন ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হতো না তার কোন সঠিক তথ্যই ছিল না। এই প্রেক্ষিতে এত সংখ্যক শিক্ষার্থী কেন ভর্তির জন্য আবেদন করেনি তা খতিয়ে দেখতে সরকারের জন্য সহায়ক হবে।

তাছাড়া শিক্ষামন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী গত বছর পাস করা সব শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার পরেও দুই লাখের বেশি আসন ফাঁকা ছিল। সে অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমানে আসন সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। এই তথ্যের মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না নীতি-নির্ধারকরা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

তৃতীয়ত : নতুন ভর্তি পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার কোটি টাকার কোচিংবাজার এবার তাই প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে। (সূত্র : www.channelionline.com-জুলাই ০৭, ২০১৫) কোচিংবাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছেই বলা যায়। ব্যাপকভাবে কমে গেছে ছাত্র সংগঠনের কোটি কোটি টাকার ভর্তিবাণিজ্য। কমে ভর্তিবাণিজ্যের অর্থ নিয়ে লবিং-গ্রুপিং এবং সংঘর্ষের ঘটনা। এর ফলে উপকৃত হলো শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। ছাত্র নেতারা বদনামের হাত থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পেল। এই পদ্ধতির মাধ্যমে একাদশ শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রমে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে স্বজনপ্রীতি, আমলা ও নেতাদের দৌরাত্ম্য এবং শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনা।

এছাড়া গত বছর একাদশ শ্রেণির ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী কলেজগুলো নিজেদের ইচ্ছে মতো ভর্তি ফি আদায় করতে পারেনি। কোটাভুক্ত করা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের। এটাকে একটা শুভ উদ্যোগ বলা যায়।

চতুর্থত : সাথারণত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সন্তানেরা গ্রামে থেকেই পড়ালেখা করে। ইউনিসেফের সহায়তায় এমআইসিএস প্রকল্পের অধীনে দেশের ৬৪ জেলায় ৫৯ হাজার ৮৯৫টি পরিবারে বিবিএস পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, উচ্চ মাধ্যমিকে শিক্ষা গ্রহণের হার মোট ৪৬ শতাংশ। এর মধ্যে ধনী পরিবারে ৬৬ দশমিক ৫ শতাংশ ও দরিদ্র পরিবারে ২৪ শতাংশ শিশু মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করে। (সূত্র : বণিক বার্তা ; তারিখ ০৬.০৭.২০১৫ খ্রি:) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সন্তাদের মাধ্যমিক পাস করার পর ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ার জন্য শহরে যেয়ে কোচিং করতে হতো, শহরে মেসে থাকতে হতো। তারপরও কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে কি-না এসব বিষয়ে অভিভাবকদের এবং শিক্ষার্থীদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হতো, দুঃশ্চিন্ত করতে হতো। আর কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে না পারলে আবার গ্রামে ফিরে আসতে হতো। কিন্তু বর্তমানে অনলাইনে মাধ্যমিকের ফলের ভিত্তিতেই একাদশ শ্রেণিতে কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের বাড়ি ছাড়তে হচ্ছে। ফলে আগের মতো অভিভাবকদের এবং শিক্ষার্থীদের এখন আর ঝামেলা পোঁহাতে হবে না, দুঃশ্চিন্তা করতে হবে না।

পঞ্চমত : গত বছর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিতে পরিকল্পিতভাবে জটিলতা সৃষ্টি, সমস্যাগুলো সমাধান বুয়েট কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে গোপন করা এবং কতিপয় চিহ্নিত ও সুবিধাভোগীদের দিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর কাজে লিপ্ত কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এমন সংবাদও শোনা গেছে। এতে সরকারের একটি ভালো উদ্যোগ শুরুতেই ভেস্তে যেতে বসেছিল। প্রশাসনের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা সরকারকে বিপদে ফেলতে পারে অনলাইন ভর্তি পদ্ধতির মাধ্যমে তা আবারও প্রমাণিত হলো। এই পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে স্বার্থান্বেসী মহল কর্তৃক শিক্ষাসচিব ও বুয়েট কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে আগামী বছর অনলাইন ছাড়াই ভর্তি করে আবার বাণিজ্য করার কু-উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে বলা যায়।

পাশাপাশি বিদেশ থেকে বিপুল টাকা খরচ করে আমদানি না করেই দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বুয়েটের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে ভর্তি সংক্রান্ত স্মার্ট অ্যাডমিশন সিসটেম সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমরা যে অনেক দূর এগিয়েছি বোঝা যায়। এর ফলে কথায় কথায় আমদানি করার প্রবণতা কমবে বলা যায়।

অনলাইন ভর্তি পদ্ধতির মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা খাত আর একধাপ এগিয়ে গেল। শিক্ষা খাতের সবাইকে জবাবদিহির আওতায় এনে শিক্ষার্থীদের অব্যাহত বঞ্চনা ঠেকানোর পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নে এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে সহায়ক হবে। আমরা চাই গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে ভুলত্রুটি শুধরে এ বছর এবং আগামী দিনগুলোতে আরও ভালোভাবে স্মার্ট অ্যাডমিশন সিস্টেম চালু থাকুক।

[**লেখক** : অধ্যক্ষ, পল্লীমঙ্গল আদর্শ মহাবিদ্যালয়, যশোর]
kbasher74@gmail.com